R. N. No. 2532/57 | Phone No. RGG.112 | Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

+ মাদ্রাজী ডাক্তারখানা +
মাদ্রাজের ডাঃ এস, এন, রাও
(B. A. M. S.)
আয়ুর্বেদীক (অর্শ স্পেশালিষ্ট)
আইলের উপর (ফুলতলা মোড়)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
অর্শ, নালি ঘা, ভগন্দরের গ্যারান্টিসহ চিকিৎসা বিনা অপারেশনে করে থাকি। পাঁচদিনের মধ্যে গ্যাঁজ বাহির করি ও নির্মূল করি। পরীক্ষা প্রার্থনীয় রোগী দেখবার সময় : সকাল ৮টা থেকে ১২টা, বিকেল ৪টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা।

৭৪শ বর্ষ. ৪২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২রা চৈত্র বুধবার, ১৩৯৪ সাল। ১৬ই মার্চ, ১৯৮৮ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে খাদ্যশস্যের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষ চিন্তিত

বিশেষ প্রতিবেদক : গত শীতভোর একমাত্র ভোজ্য তেল ছাড়া সব খাদ্যশস্যের দর ছিল ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। কিন্তু হঠাৎ মাসখানেক থেকে বাড়তে শুরু করেছে। তরকারী শাকসব্জীর বাজার দর চিরকালই শীতের পর একটু আধটু বাড়ে। কিন্তু এ বছরের মত অস্বাভাবিকতা অন্য বছরগুলিতে দেখা যায়নি। আলু ৭০/৮০ পয়সায় নেমেছিলো। তা আবার এক টাকা থেকে দেড় টাকায় উঠেছে। আমদানীও কম। আলুর ব্যবসাদাররা জানান, বড় বড় মহাজনেরা চাষীদের আলু কিনে নিয়ে কোল্ড ষ্টোরেজে মজুত করায় আমদানী কমেছে, দামও বাড়ছে। কপির দিনতো শেষ। যে কোন শাক এ বছর দেড় টাকার নীচে নামেইনি। এখন তা আবার ২ টাকায়। সিম দুটাকা। করলা ৫/৬ টাকা। কাঁঠাল বা এঁচোড় ৪/৫ টাকা। বেগুন অন্যান্যবার ৫০/৬০ পয়সা হয়, এবার কিন্তু দেড়/দুটাকা। টম্যাটো কয়েকদিন একটাকা হয়েই আবার দেড়টাকা। সজনে ডাঁটা ৫/৬ টাকা। আদা এখনও বার টাকা। অবশ্য এ বছর চল্লিশ টাকায় উঠেছিল। বার টাকায় পাচ্ছি এই ঢের। মাছের দাম যা চলছে তা এখন বড় লোকের বিলাস সামগ্রী। মাংস ৩০ টাকা। দুধ বাজারে মিলে না। জল মিশানো সাদা দুধ নামীয় যে সামগ্রী মেলে তারই দর ৬ টাকা। অন্যদিকে বেবিফুডের দরও বাড়তে বাড়তে চুয়ান্ন টাকায় ঠেকেছে। চালের দর ৩/৭০ পঃ/ ৮০ পঃ লাফ মারতে মারতে ৫ টাকায় ঠেক খেয়েছে। বর্ষার আগেই ৬/৭ টাকায় উঠলে অবাক হবার কিছু নেই। ডালশস্যের দর কোনটাই দশের নীচে নয়। এই অবস্থার মধ্যেই এলো বিদ্যুৎ বিপর্য্যয়। ফলে চালের হলার, তেলের ঘানি, আটা পেষাই কল সবই বন্ধ। ফলশ্রুতি বাজারে আটা নেই, চাল নেই। আটার দর তিন টাকা ছুঁই ছুঁই সরষে তেল আবার রকেট গতিতে ঊর্দ্ধমুখী। ১৮/১৯ থেকে ২৩/২৪ টাকা। মানুষ আলো জ্বালাবার কেরোসিনও পাচ্ছে না। রেশনে সপ্তাহে পরিবার পিছু ½ লিটার তেলে কি হবে? অন্ধকার বাজারে পাওয়া যাচ্ছে ৩/৩-৫০ টাকা। পরীক্ষার মুখে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। অবশ্য কিছু ভাগ্যবান সরকারী কর্মচারী পারমিটে কেরোসিন যে পাচ্ছেন না তা নয়। মহকুমার পথঘাট অন্ধকার। হাসপাতাল অন্ধকার। ধুলিয়ানে জল সরবরাহ বিপর্য্যস্ত। মাঠে পাম্প বন্ধ। চাষের জলেও টান পড়েছে। এবারে বোধহয় ভবিষ্যৎ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ব্যক্তিগত রাস্তা সংস্কারে পুরসভার অর্থ ব্যয়

জঙ্গিপুর : স্থানীয় পুরসভার পথঘাট বর্তমানে এমন অবস্থায় এসেছে যে সে পথে মানুষজন হাঁটতেও হোঁচট খাচ্ছে। রাস্তার সিমেন্ট ও পীচের আস্তরণ উঠে গিয়ে খানা খন্দ ছড়িয়ে পড়েছে। রিক্সা চলতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটছে। সেদিকে দেখার কেউ নেই। অন্য দিকের সংবাদ, ২নং ওয়ার্ডে পথ সংস্কারের কাজ চলছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে প্রকাশ, সেই ওয়ার্ডে পুরসভার নিজস্ব পথ ছাড়াও বেশকিছু ব্যক্তিগত মালিকানার যাতায়াতের পথও নির্মাণ করে পুরসভার টাকা অপচয়ের এক অদ্ভুত নমুনা রেখেছেন। কেউ কেউ মন্তব্য করেন, এ ওয়ার্ডের কমিশনার নিজের ডুবে যাওয়া ভাবমূর্ত্তি উদ্ধারের আশায় ব্যক্তি তোষণে মদত দিচ্ছেন। জনগণের মতে ঐ অর্থের অপচয় না করে পুর শহরের প্রধান রাস্তাগুলির সংস্কারে অর্থ ব্যয় করলে জনগণ উপকৃত হতো।

দীপ জ্বললো না

রঘুনাথগঞ্জ, ১৬ মার্চ : গত ১১ মার্চ রাত্রি থেকে পুনরায় জঙ্গিপুর মহকুমা অন্ধকারে। গত ১ মার্চ দুপুরের সামান্য ঝড়ে রহস্যজনকভাবে ৩১টি বিদ্যুৎ সরবরাহের টাওয়ার ভেঙ্গে পড়ায় সমগ্র জেলার সাথে জঙ্গিপুর মহকুমাও বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কবলে পড়ে। এবং ৬ মার্চ পর্য্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। পরে ৭ মার্চ সকাল ১০টা থেকে বেলা ২টা ও রাত্রি ১০টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ১১ মার্চ সন্ধ্যার প্রবল ঝড়জলে সেই অস্থায়ী ব্যবস্থা বানচাল হয়ে সমগ্র মহকুমাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়। খবরে প্রকাশ, নবগ্রাম থানার বাসবাড়ী গ্রামের কাছে টিকে থাকা একটি টাওয়ার বিধ্বস্ত হওয়ায় বেলডাঙ্গা গোকর্ণ লাইনটি পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়। এই সংবাদ লেখা পর্য্যন্ত স্থানীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের আমলারা কবে আবার সরবরাহ আসতে পারে তা বলতে পারলেন না। আজ স্থানীয় নাগরিক কমিটি বিদ্যুৎ ব্যবস্থার এই বেহাল অবস্থার প্রতিবাদে এক জনসভা ডাকেন ও পরে এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইন্জিনীয়ার ও এস্ ডি এম অফিসে (শেষ পৃষ্ঠায়)

শহরে বন্ধ শান্তিপূর্ণ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৫ মার্চ বামপন্থী দলগুলির ডাকে একদিনের ভারত বন্ধে জঙ্গিপুর পুর শহরে অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। সকাল থেকেই দোকানপাট বন্ধ ছিল। বামপন্থীদের কয়েকটি মিছিলকে শহর পরিক্রমা করতে দেখা যায়। কোথাও কোন জোরজুলুমের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়নি। বন্ধ ছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফুর্ত। এমন কি কংগ্রেস কমিশনারের অধিকৃত তহ বাজারে গ্রামগঞ্জ থেকে কোন বিক্রেতা আসেনি। মাছের নিলাম বাজার ছিল স্তব্ধ। দুপুরে স্কুল কলেজ (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা চৈত্র বুধবার ১৩৯৪ সাল

দুর্দ্দশার চূড়ান্ত

পক্ষাধিককাল হইতে মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যুতের মুখ দেখিতে পাইতেছে না। জনজীবনে এমন সংকট উপস্থিত হইয়াছে, যাহা উপলব্ধি করা সকলের সম্ভব নহে, অন্ততঃ যাঁহারা বিদ্যুতের হাহাকারের মধ্যে দিনের পর দিন ধরিয়া কাটান নাই, তাঁহারা মানুষের কী অবর্ণনীয় কষ্ট, বুঝিতে অক্ষম।

রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী বলিয়াছেন যে এই বিদ্যুৎ সংকট নাকি পূর্বপরিকল্পিত এবং রহস্যজনক। ভুক্তভোগী মানুষ আজ নিশ্চিন্ত হইলেন যে, অন্তার্ঘাতমূলক বলিয়া আখ্যাত এই সংকট। অতএব 'হবে তা সহিতে/মর্মে দহিতে/আছে যে ভাগ্যে লিখা'।

কিন্তু পুরুষকার ও ভাগ্য লইয়া কূটকচালি আরম্ভের সময় ইহা নয়। পুরুষকারের ভিত্তি হইল কর্ম। কর্মে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া ভাগ্য তথা নানা ফতোয়ার কথা বলিয়া কোন লাভই হইবে না। মানুষকে দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিবার প্রশ্নই প্রধান।

বিদ্যুৎ আজ আমাদের জনজীবনে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়াছে যে, আলো পাওয়া ও পাখার হাওয়া খাওয়া, কি ভাগ্যবানদের ফ্রিজ-টিভি চালু রাখা, নিতান্ত গৌণ; সেখানে দরিদ্রদের বাঁচিয়া থাকার দায়ই মুখ্য। শ্রমলব্ধ মজুরি দিয়া গম ভাঙ্গাইয়া আটা পাওয়া, সিদ্ধ ধান শুকাইয়া চাল পাওয়া ইত্যাদি মাথায় উঠিয়াছে। যাঁহারা বিদ্যুৎচালিত ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থায় দিনমজুরীতে খাটেন, তাঁহারা বেকার; ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিদ্যুৎবাহী টাওয়ার হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়ায় এই বিপর্যয়। সাইক্লোনমাফিক ঝড় তো হয় নাই যে টাওয়ার ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। যদি ইহা অন্তর্ঘাতমূলক ও পূর্বপরিকল্পিত কার্যের ফলশ্রুতিই হয়, তবে তাহা ধরিয়া ফেলা বা বুঝিবার মত কর্মচারী বিদ্যুৎ পর্ষদের লাইন রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন বিভাগে কি ছিল না? সাঁইথিয়া-গোকর্ণ-বেলডাঙ্গা-বহরমপুর-জলঙ্গী-আমতলা-লালগোলা-রঘুনাথগঞ্জ-অরঙ্গাবাদ-ধুলিয়ান, বিশাল এলাকার টাওয়ারগুলি যাহা সামান্য খুঁটি নহে, অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল অন্তর্ঘাত ও পূর্বপরিকল্পনার ফলে, উপরিলিখিত বিভাগের অজ্ঞাতে, তাহা কি বিশ্বাস্য? আর যদি তার চুরির জন্যই এই বিপর্যয় হয়, তবে সে তার কি সামান্য একটি বাণ্ডিল যে সকলের অজ্ঞাতে চলিয়া গেল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে? সুতরাং ব্যাপারটি রহস্যজনক।

রহস্যজনক, অন্তর্ঘাতমূলক ইত্যাদি যে আখ্যাই দেওয়া হউক, মানুষের দুর্গতি কি তাহাতে দূর হইবে, না বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? বিদ্যুৎ পর্ষদের বিভিন্ন স্তরে কর্মী, ঠিকাদার ইত্যাদি আজ এই বিপর্যয়ের জন্য সমালোচিত হইতেছেন। সমালোচনা চলুক, বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসুক—কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু মানুষের দুর্দশা মোচনে সরকার আগে তৎপর হউন, ইহাই একান্ত কাম্য। সেচ পাম্প, রিভার লিফ্‌ট পাম্প অচল, শিল্প-সংস্থা অচল, দিন মজুরের সংসার অচল, বিদ্যুৎ উৎপাদিত পণ্যের দর ঊর্ধমুখী—এই ভয়াবহ সংকট হইতে পরিত্রাণের শুভক্ষণ কবে আসিবে?

কোথায় পাব তারে

বরুণ রায়

মহৎ শিল্পী তাঁর সৃষ্টির প্রেরণায় তীব্র আনন্দ বেদনায় অনির্দেশের পথে পা বাড়ান। স্বপ্নে দেখা মানসলোকের সন্তানকে ধরার জন্য এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে তরী ভিড়ান। চোখে তাঁর অনন্ত জিজ্ঞাসা—কোথায় পাব তারে? কোথায় আছে তাঁর আত্মার শান্তি, তাঁর সৃষ্টির সর্বোত্তম ফসল?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলা কথা সাহিত্যের সব চেয়ে বিতর্কিত, বিচিত্রগামী, শক্তিমান শিল্পীর সেই অনন্ত জিজ্ঞাসার অবসান হল অসময়ে মধ্যপথে, অতর্কিতে। উদ্‌ভ্রান্ত পথিক সমরেশ বসু শিল্পীর সেই অনন্ত জিজ্ঞাসাকে সামনে রেখে চলে গেলেন। শনিবার বেল্‌-ভিউ নার্সিং হোমে অনন্ত শয্যায় শায়িত এই বিদ্রোহী কথাকারের মরদেহের দিকে তাকিয়ে ছায়াছবির মত কত পূর্ব স্মৃতি চোখে ভাসছিল। সেবার রঘুনাথগঞ্জের বই মেলায় সমরেশ বসুকে প্রধান অতিথ করে নিয়ে আসার কথা হল। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার ভার আমার উপর দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে তখনও আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। সমরেশ বসুর ঘনিষ্ঠ প্রিয়পাত্র আমার শান্তিনিকেতনের শিল্পীবন্ধু সৌমেন অধিকারীর শরণাপন্ন হলাম। সৌমেনকে সঙ্গে নিয়ে সমরেশ বসুর নৈহাটীর বাড়ীতে একদিন হানা দেওয়া গেল। সৌমেনের কল্যাণে সমরেশ বাবুর সঙ্গে পরিচয় হল, আলাপচারীও হওয়া গেল। সেবার শেষ পর্যন্ত সমরেশবাবু অবশ্য রঘুনাথগঞ্জ আসতে পারেননি।

এর পর আমাদের পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল শান্তিনিকেতনে সৌমেন অধিকারী ও রামকিঙ্কর বেইজের বাড়ীতে। 'দেশে' প্রকাশিত 'দেখি নাই ফিরে' উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য সমরেশ বসু তখন সাময়িকভাবে শান্তিনিকেতনে ঘাঁটি গেড়েছেন। রামকিঙ্করের ডেরায় সমরেশবাবু শিল্পীর সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে নানান প্রশ্ন রাখছেন, রামকিঙ্কর উত্তর দিচ্ছেন। সৌমেন অনুলিখনে ব্যস্ত।

আবার কখনও বা সৌমেনের বাড়ীতে চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পীর বিচিত্র আসর। হাতে রঙের পাত্র, মুখে রসের ফোয়ারা। বিচিত্র পথগামী কথাশিল্পী ও বিষন্ন বাউল সমরেশ বসু ও কালকূটকে বিচিত্র সব মেজাজে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

অনন্য প্রতিভার অধিকারী সৃষ্টি ছাড়া এক মহৎ শিল্পীকে কালিকলমে ধরে রাখার জন্য আর এক কথাকোবিদের কি ঐকান্তিক সাধনা। 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই সৃষ্টির ফসল 'দেখি নাই ফিরে' রসিক দেশবাসীর কাছে এখন পরিবেশিত হচ্ছে।

১৯৮৭ সাল। কলকাতায় রবীন্দ্রসদনে সমরেশ বসুকে অভিনন্দন জানান হচ্ছিল। সেই সভায় সমরেশ বসুকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে আমার নিজস্ব এক সমস্যার সমাধান জানতে চাইলাম। শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদারের জীবন ও শিল্পকর্ম-নিয়ে আমি তথ্য সংগ্রহ করছিলাম। উদ্দেশ্য, অবহেলিত শিল্পী ক্ষিতীন মজুমদারের উপর একটি বই লেখা। আমার মানসিক বাধা—এই মহৎ শিল্পীর সৃষ্টি ও প্রেরণাকে সম্যক উপলব্ধি ও পরিপাক করার শিল্প চেতনা আমার নাই। অথচ এ-কাজে কেউ হাত দিচ্ছেন না। সমরেশবাবু রামকিঙ্করকে নিয়ে তখন মেতে আছেন। কাজেই তাঁর কাছেই প্রশ্ন রাখলাম, একাজে হাত দেওয়া আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে কিনা। সমরেশ বসু তাঁর শিল্পবোধসঞ্জাত অনুভূতি ও প্রেরণার একটা আভাস সেদিন আমাকে দিয়েছিলেন। সেই উৎসাহবাণী ও প্রিয় সম্বোধন আর কোনদিন শুনব না।

সমরেশ বসু চলে গেলেন।

সাহিত্য সৃষ্টিতে পটভূমি, পরিবেশ ও মনোভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র সাজে তাঁকে আমরা দেখেছি। 'পসারিণী' 'গঙ্গা', 'বি-টি রোডের ধারে' বইয়ে মাটিরগন্ধে-ভরা জীবনরসিক মানুষ দের আমরা দেখেছি। সেই লেখকই আবার 'বিবর' ও 'প্রজাপতি' লিখে আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মধ্যবিত্ত চেতনায় আঘাত করেছেন। কে বলবে সেই মানুষটিই আবার উদাসী বাউলের মত বাংলার পথ ঘাটে মেলায় তাঁর অন্বিষ্ট জীবন দেবতার খোঁজে একতারা হাতে বেরিয়ে পড়েছেন। মুখে আর্ত জিজ্ঞাসা—'কোথায় পাব তারে'? অনন্ত পথের যাত্রী সমরেশের সে প্রশ্নের জবাব আজ কে দিবে?

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : 742236 : DIST : MURSHIDABAD (W. B.)

Sealed tenders are invited from experienced and registered contractor of NTPC/CPWD/Railways/ WBSEB and Public Sector Undertakings for the following works. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents for the works. Tenderers desiring documents by post should send Rs. 20/- (Rupees Twenty) only extra for each work either by I. P. O. payable at Post Office, Khejuriaghat or Demand Draft in favour of 'National Thermal Power Corporation Ltd.' payable on State Bank of India at Farakka alongwith a copy of proof of registration and credentials.

The documents will be on sale from 12-3-88 to 4-4-88 from 9-00 to 12-00 hours and 14-30 to 16-00 hours. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of works	Approx. value of work	Amt. of EMD cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Repair and maintenance of inspection road at left and right bank of feeder canal for the year 1988-89 NIT no. FS : 42 : CS : 651/T-17/88	9·5 Lakhs	Rs. 19,000/- Rs. 50/-	12 (Twelve) months	5-4-88 at 3-00 p. m.
2.	Construction of drain at labour colony for 2×500 MW (stage-II) at FSTPP. NIT no. FS : 43 : CS : 2014/T-18/88	7·5 Lakhs	Rs. 15,000/- Rs. 50/-	8 (Eight) months	5-4-88 at 3-00 p. m.
3.	Area levelling, dressing and miscellaneous civil works at permanent township, Khejuriaghat of FSTPP. NIT no. FS : 42 : CS : 1553/T-19/88	8·0 Lakhs	Rs 16,000/- Rs. 50/-	8 (Eight) months	6-4-88 at 3-00 p. m.
4.	Construction of full corridors on both side of Indoor stadium at permanent township, Khejuriaghat of FSTPP NIT no. FS : 42 : CS : 1554/T-20/88	1·0 Lakh	Rs. 2000/- Rs. 50/-	6 (Six) months	6-4-88 at 3-00 p m.

TERMS AND CONDITIONS

1. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted alongwith the tender.

2. Interested parties are advised to visit site to familiarise with the site conditions.

3. Tenders received late and/or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC, are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest

Contd...

money in prescribed form. Earnest money of Rs.....................enclosed should clearly be written on the top of envelope containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s).

4. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.

5. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.

Senior Engineer (Contracts)
F S T P P/N T P C

বিরাট ধর্মীয় জালসা

ধুলিয়ান: গত ৭ এবং ৮ মার্চ স্থানীয় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জামেয়া রহমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাদের পরিচালনায় এক বিশাল ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় এক লক্ষ মুসলিম জনতার সমাবেশ হয়। মক্কা, আরব প্রভৃতি দেশ থেকেও বহু মুসলিম ধর্ম উপদেষ্টা এই সম্মেলনে যোগ দেন বলে জানা যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তাঁর নির্বাচনী সফরকালে জামেয়া রহমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যাতে অনুমোদিত হয় তার প্রচেষ্টা চালাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতিতে উল্লসিত হয়েই উদ্যোক্তারা এই বিশাল ধর্মীয় সমাবেশ অনুষ্ঠানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বলে স্থানীয় মানুষের ধারণা।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্ধকার হয়ে যাবে। সরকারী রেশন ব্যবস্থায় রেশন ডিলার মারফৎ যে চাল দেওয়া হয় তা মনুষ্য খাদ্য না গোখাদ্য কে বলবে? এস ইউ সি একবার আন্দোলন করায় আশা করা গিয়েছিল অখাদ্য চাল গম হয়তো আর সরবরাহ হবে না। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সাধারণ মানুষকে ডিলাররা বলছেন—তাঁরা নিরুপায়। সরকার যা দিচ্ছেন তাই নিতে হচ্ছে। নইলে লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেবার নাকি ভয় দেখানো হচ্ছে। রেশন ব্যবস্থার জন্যই সাধারণ মানুষকে বেশী দর দিয়ে বাজারে চাল কিনতে হচ্ছে। ব্যবসাদাররাও সুযোগ বুঝে অস্বাভাবিক হারে চালের দর বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সরকার চাইছেন হ্যাভনটসরা দেশ থেকে মুছে যাক। তার উপর এ বছর আম, লিচু, কাঁঠালের ফলনও ভাল নয়। দেরীতে মুকুল আসায় আম, লিচু ফলনের যে আশা সঞ্চার করেছিল, সাম্প্রতিক শিলা বৃষ্টি সে আশা নির্মূল করে দিয়ে গেল। যারা গ্রীষ্মের কয়েকটি মাস আম, কাঁঠাল খেয়ে পেট ভরাত, তাদের সে আশায় ছাই পড়লো।

বন্ধ শান্তিপূর্ণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অফিস কাছারীতে কোন কর্মচারীর উপস্থিতি ছিল না। এপার ওপারের সমস্ত ছোট ডাকঘর সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বড় ডাকঘরে সামান্য কিছু কর্মী সকাল ৬টায় অফিসে ঢুকে পড়েন। খবর পেয়ে বনধ সমর্থককারীরা সেখানে যান ও তাঁদের বের হয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁরা রাজী হন না। সমর্থককারীরা বড় ডাকঘর ঘিরে অবস্থান শুরু করেন। সন্ধ্যে ৬টায় অবস্থান তুলে নেওয়া হয়। বড় ডাকঘরে সামান্য কর্মী উপস্থিত হলেও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে কোন কর্মী ছিলেন না। সাগরদীঘি থেকে আমাদের সংবাদদাতা জানাচ্ছেন. বনধ সর্বাত্মকভাবে পালিত হয়। সকালে প্রথম ডাউন রামপুরহাট-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে সাগরদীঘি ষ্টেশনে আটকে দেওয়া হয়। ঐ দিন ফরাক্কা সুপার

দীপ জ্বললো না

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত হন। এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইনজিনীয়ারকে অফিসে পাওয়া যায়নি। তিনি নাকি অবস্থা বেগতিক বুঝে গত ৯ মার্চ থেকে ছুটিতে চলে যান। ১২ মার্চ তাঁর কাজে যোগদানের কথা ছিল কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি। জনতা তাঁর অফিসে ষ্টেশন সুপারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অগত্যা সুপার ফোনে ডিভিসন্যাল ইনজিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আগামী কাল ১৭ মার্চ এখানে আসার কথা দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

থারমাল পাওয়ার প্ল্যাণ্টের কাজ-কর্ম অব্যাহত ছিল। পার্মানেন্ট টাউনশীপে স্কুল দোকানপাট যথারীতি খোলা থাকে। সিটু ওয়ারকার্স' ইউনিয়ন প্ল্যাণ্টের কাজ বন্ধ করার চেষ্টা করেন এবং মিছিল পিকেটিং করে কর্মীদের কাজে আসতে বাধা দেন বলে আই এন টি ইউ সি সূত্রে জানা যায়। সে দিন ৫২ শতাংশ কর্মীর উপস্থিতিতে প্ল্যাণ্টের কাজ পুরো দমে চলে।

ব্যবসায়ী সম্মেলন

আগামী ৩০ মার্চ রঘুনাথগঞ্জে জঙ্গিপুর মহকুমা ব্যবসায়ী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং একাধিক মন্ত্রীর এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা আছে।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া চিত্রশ্রী ষ্টুডিওর সামনে খালি জায়গা বিক্রী আছে। সত্বর যোগাযোগ করুন।
গৌরীশঙ্কর বড়াল (তরু বড়াল)
তপন মার্কেট, রঘুনাথগঞ্জ (ফুলতলা

ঝাড়াই গম থ্রেসার মেসিন বিক্রী

একটি গম ঝাড়াই থ্রেসার মেসিন বিক্রী আছে। নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
অশোককুমার দাস (মুদী দোকান)
জঙ্গিপুর ব্যারেজ কলোনী
পোঃ জঙ্গিপুর ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ সদর রাস্তার উপর পৌরসভার নিকট ভদ্র পরিবেশে একটী দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় করা হইবে।

পঙ্কজকুমারী চ্যাটার্জ্জী
C/O সাধন সাধু, রঘুনাথগঞ্জ

মণিপুরী গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

আগামী ২০শে মার্চ ১৯৮৮ বহরমপুর রবীন্দ্রসদনে ও ২১শে মার্চ, ১৯৮৮ লালবাগে পূর্ব ক্ষল সংস্কৃতি কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এর উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় মণিপুর থেকে আগত লোক নৃত্যগীত শিল্পী দলের এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানের কিছু প্রবেশ-পত্র জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, বহরমপুর, বহরমপুর রবীন্দ্রসদন ও লালবাগ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে বিনামূল্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিতরণ করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ উপরিউক্ত স্থানগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন।

স, মুখোপাধ্যায়
জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ পক্ষে

Memo No. 174 (10 Inf M Advt. Date 10-3 88

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অহরম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।